রবীন্দ্রনাথের

চোখের বালি

30-7-38

এসোসিয়েটেড্ প্রোডিউসার্সের নিবেদন—

চোখের বালি

"শ্রী"

প্রথমারম্ভ = শনিবার, ৩০শে জুলাই

—একমাত্র পরিবেশক—

রীতেন এণ্ড কোং

নেপথ্যে

সঙ্গীত ও সুর-সংযোজনা—**রবীন্দ্রনাথ**

প্রযোজনা—বি, পি, মেহেরা
চিত্র সম্পাদনা—বৈদ্যনাথ ব্যানার্জ্জি
পরিচালনা—সতু সেন
রসায়নাগারাধ্যক্ষ—কৃষ্ণকিঙ্কর মুখার্জ্জি
আলোকচিত্র-শিল্পী—ননী সান্যাল
স্থিরচিত্র-শিল্পী—বিভূতি চ্যাটার্জ্জি
শব্দানুলেখ—মধু শীল
রূপ-শিল্পী—পঞ্চানন দাস
আবহ সঙ্গীত—সুরেন দাস
আলোক সম্পাতকারী—সুরেন চ্যাটার্জ্জি
সঙ্গীত শিক্ষক—অনাদি দস্তিদার
ব্যবস্থাপক—অত্রি গুহ ঠাকুরতা

—সহকারী—

পরিচালনায়—অনাদি ব্যানার্জ্জি
রূপ-শিল্পে—কর্ণ চক্রবর্ত্তী
আলোকচিত্রে—গোবিন্দ গাঙ্গুলী
রসায়নাগারে—গোপাল গাঙ্গুলী
„ —শ্যাম মুখার্জ্জি
„ —ননী চ্যাটার্জ্জি
শব্দ যন্ত্রে—বিমল চাকলাদার
„ —সুশীল গাঙ্গুলী
„ —সমর বসু
„ —ধীরেন দাস
আলোক সম্পাতে—হেমন্ত বসু
„ —জীবন ব্যানার্জ্জি

পর্দ্দায়

বিনোদিনী	... সুপ্রভা মুখার্জ্জি	মহেন্দ্র	... হরেন মুখার্জ্জি
আশা	... ইন্দিরা রায়	বেহারী	... ছবি বিশ্বাস
রাজলক্ষ্মী	... শান্তিলতা ঘোষ	সাধুচরণ	... মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
অন্নপূর্ণা	... রমা ব্যানার্জ্জি		

—অন্যান্য ভূমিকায়—

শিবকালী চ্যাটার্জ্জি
শরৎ সুর
অত্রি গুহ ঠাকুরতা

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে বি-এ-এফ্ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

চোখের বালি

গল্পাংশ

একদিন যে কাহিনী সমাজের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত আন্দোলিত ক'রেছিল আজ রবীন্দ্রনাথের সেই বিশ্ববিখ্যাত মনস্তত্ত্বমূলক কাহিনী "চোখের বালি" নবরূপে সৃজিত হ'য়ে পর্দ্দায় রূপ পরিগ্রহ ক'র্‌ল।

চারিটিমাত্র প্রধান চরিত্র—মহেন্দ্র, বিহারী, আশা ও বিনোদিনী; আর দু'টি গৌণ চরিত্র মহেন্দ্রের মাতা রাজলক্ষ্মী ও কাকী অন্নপূর্ণা। এই ছ'টি চরিত্র নিয়ে

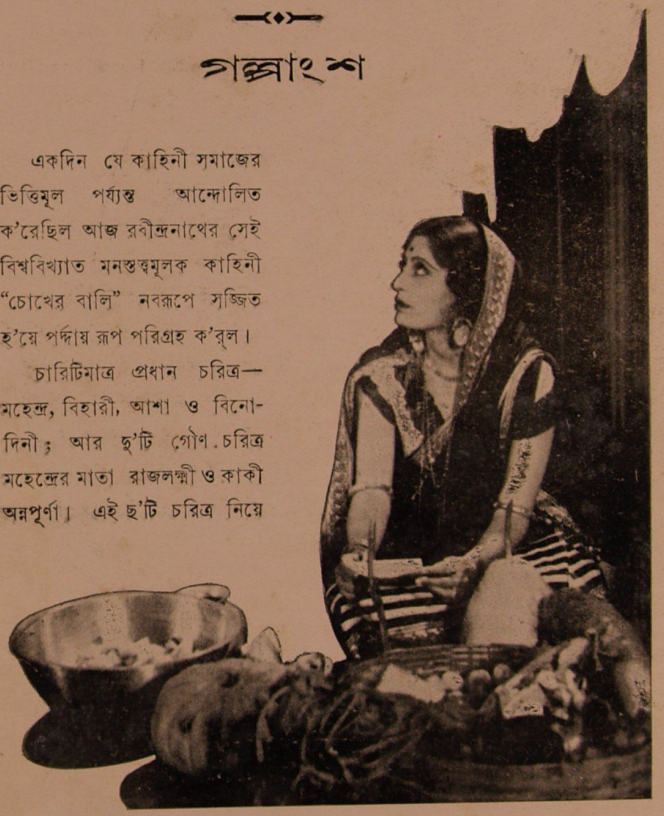

তিনি যে মর্ম্মন্তুদ কাহিনী অপরূপ লেখনী-নৈপুণ্যে বিবৃত ক'রেছেন, তার মাধুরী অবিনশ্বর।

মহেন্দ্র ধনীপুত্র, পিতৃহীন; মা ও কাকীর আদরে মানুষ।

জগতের যা' কিছু প্রাচুর্য্য চাইবার আগেই পাওয়াতে সে হ'য়েছে পরিণামচিন্তাবিহীন একগুঁয়ে ও আত্মসর্ব্বস্ব। তার অভিন্নহৃদয় অকৃত্রিম বন্ধু বিহারী অত্যন্ত দৃঢ়-চিত্ত ও পরোপকারী—রাজলক্ষ্মীকে সেও 'মা' বল্‌ত। কিন্তু মহেন্দ্র সম্পর্কে সকলেই চিরকাল তাকে জাহাজের পেছুনের গাধাবোট ব'লেই মনে ক'রত।

এম, এ, পাশ ক'রে মহেন্দ্র যখন ডাক্তারী প'ড়ছিল, সেই সময়ে রাজলক্ষ্মী তাঁর গ্রামের বাল্যকালের সাথীর কন্যা বিনোদিনীর সঙ্গে বিয়ের স্থির ক'রে মহেন্দ্রকে ধ'রে বস্‌লেন। বিনোদিনীর বাবা গরীব ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর একমাত্র কন্যা বিনোদিনীকে মেম রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। বিনোদিনীর বাপ যখন হঠাৎ মারা গেলেন, তখন বিনোদিনীর বয়স হ'য়েছে। মহেন্দ্র কিছুতেই তখন এই বিয়েতে রাজী হ'ল না—; অজুহাত, বিয়ে ক'রলে মা পর হ'য়ে যাবে। রাজলক্ষ্মী তখন নিরুপায় হ'য়ে তাঁর বারাসতের গ্রামসম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে উক্ত বিনোদিনীর বিয়ে দেয়ালেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিয়ের অনতিকাল পরে, বিনোদিনী বিধবা হ'ল।

তারপর একদিন মহেন্দ্রর বিবাহপ্রসঙ্গ আলোচনায় রাজলক্ষ্মী ভুল বুঝে অন্নপূর্ণাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ ক'রলেন। মহেন্দ্র কাকীর প্রতি মা'র এই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত ক'রতেই যেন কাকীর এক বোন্‌ঝি আশাকে বিয়ে ক'রবে ব'লে

স্থির ক'রলে। কিন্তু প্রথমে লজ্জায় সে কথা মুখ ফুটে না বল্‌তে পেরে বল্লে সে বিহারীকে এই বিয়েতে রাজী ক'রেছে। বিহারীর বিয়েতে কোন ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কাকীর কথাতেই রাজী হ'ল। দুই বন্ধুতে কন্যা দেখ্‌তে গেল। এই সলজ্জা সরলা আশাকে দেখে বিহারী মুগ্ধ হ'ল—কিন্তু ততোধিক মুগ্ধ হ'ল মহেন্দ্র। অতএব শেষে চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে সে বিহারীকে বল্লে সে নিজেই আশাকে বিয়ে ক'রবে। বিহারী সানন্দে পথ ছেড়ে দিলে কিন্তু শুধু কাকীকে এসে বল্লে—"কাকীমা আমাকে আর কাহারও সঙ্গে বিবাহের জন্য অনুরোধ কোরোনা।"

এইভাবে আশার সঙ্গে মহেন্দ্রের বিয়ে হ'ল। কিন্তু মহেন্দ্রের মাতা রাজলক্ষ্মীর প্রথম থেকেই এই বিয়েতে মত ছিলনা। প্রথমতঃ মহেন্দ্র লজ্জায় মা'কে এই বিয়ের কিছুই জানায়নি, সব স্থির ক'রে তারপরে জানালো। দ্বিতীয়তঃ, কন্যাপক্ষ অত্যন্ত গরীব এই সব কারণে রাজলক্ষ্মী একান্ত নিরুপায় হ'য়েই এই বিয়েতে মত দেন। তাই ছেলের ওপর যে রাগ হওয়া উচিত, তাঁর সেই রাগ গিয়ে প'ড়ল তাঁর জা' অন্নপূর্ণার ওপর।

কারণ, তাঁর ধারণা হ'ল তাঁর জা'-ই চক্রান্ত করে তাঁর ভালমানুষ ছেলেটিকে ভুলিয়ে ভাইঝি আশাকে তার হাতে গছিয়েছেন। ফলে, উঠ্‌তে ব'স্‌তে তিনি অন্নপূর্ণাকে বাক্যশরে জর্জ্জরিত ক'রতে লাগ্‌লেন।

বিয়ের পর থেকেই তরুণী বধূ আশাকে নিয়ে মহেন্দ্র যে বাড়াবাড়ি আরম্ভ ক'রল এবং মা'কে যেরূপ দূরে রা'খতে লাগল তা'তে রাজলক্ষ্মী ক্রমে অত্যন্ত ব্যথিত হ'য়ে বিহারীকে সঙ্গে নিয়ে স্বীয় গ্রাম বারাসতে চলে গেলেন এবং এর অনতিকাল পরেই অন্নপূর্ণা নিজেকে সমস্ত অশান্তির মূল মনে ক'রে কাশী যাত্রা ক'রলেন।

গ্রামে যাবার পর থেকেই তাঁর রাত্রিদিনের সঙ্গী হ'ল বিনোদিনী। বিনোদিনী তাঁকে সেবায় শুশ্রূষায়, কার্য্যপটুতায় এমনি মুগ্ধ ক'রল যে কিছুদিন পরে রাজলক্ষ্মী যখন কোল্‌কাতায় ফির্‌লেন তখন বিনোদিনীকে সঙ্গে

ক'রে আন্‌লেন। এখান থেকেই গল্পের গতি পরিবর্ত্তন এবং আখ্যান সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলির জীবনে বিড়ম্বনার সূত্রপাত।

বিনোদিনী অতিশয় বুদ্ধিমতী। আশার প্রতি মহেন্দ্রর ভালবাসা ও সকলের স্নেহ তার বুকে জ্বালা ধরাল। একদিন যে প্রেম তার অনায়াস-লভ্য ছিল, যে গৃহ তার হ'তে পারত—তা' আজ আশার—আশা যেন তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে—অতৃপ্ত যৌবনের তীব্র জ্বালা নিয়ে সে পদে পদে ইহা অনুভব ক'রতে লাগল। এই সুখের সংসার জ্বালাতে, আশার সঙ্গে শক্তির পরীক্ষা ক'রে তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে সে কৃতসঙ্কল্প হ'ল। প্রথম থেকেই সে আশার সঙ্গে তাই পাতাল "চোখের বালি।"

এর পর থেকে আরম্ভ হ'ল সরলতা ও বক্রতায়, সহজ বিশ্বাস ও কামনার দ্বন্দ্ব। এই নিদারুণ সংঘর্ষে চারিটী প্রাণীর অন্তর উন্মথিত ক'রে যে হলাহল উত্থিত হ'ল, তা' কিছুদিনের জন্য এই সংসারটিকে—এই শান্তির নীড়টিকে মরুভূমির জ্বালাময় ক্রন্দনে ভরে তুলল।

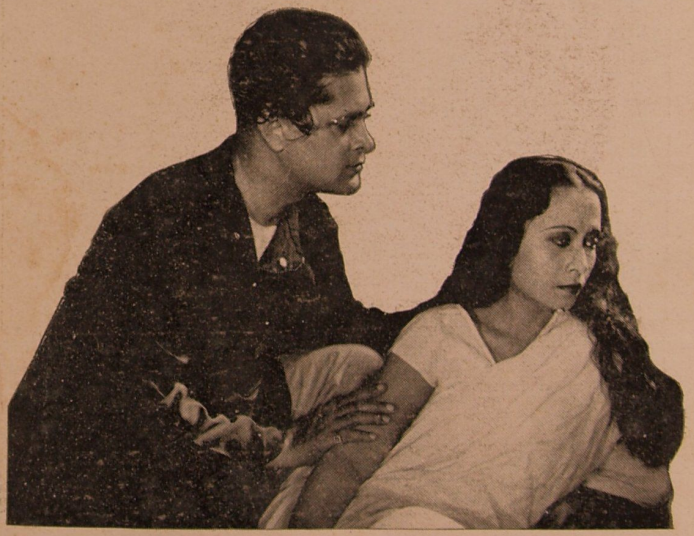

বিহারী প্রথমে বিনোদিনীকে সন্দেহের চক্ষে দেখেছিল কিন্তু তার-পর তার সেবাপরায়ণতা দেখে তার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রেছিল —কিন্তু পরে তার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হ'লে তাকে ক'রেছিল প্রবল ঘৃণা। মহেন্দ্র যখন তার নিকট অতি সুলভ, তখন বিনোদিনী তাকে ক'রল ঘৃণা। আর এই দুষ্প্রাপ্য দৃঢ়চরিত্র বিহারীকেই ক'রল সে আত্মসমর্পণ। মহেন্দ্রর সঙ্গে বিনোদিনী গৃহত্যাগ ক'রল কিন্তু এই বিহারীর প্রতি নিষ্ঠাই শেষ পর্য্যন্ত সুদৃঢ় বর্ম্মরূপে কিভাবে তাকে মহেন্দ্রের উদগ্র কামনার আক্রমণ থেকে রক্ষা ক'রেছিল এবং পরে এই বিহারীই কিরূপে তাকে উদ্ধার এবং এই সংসার তরণীকে পুনরায় কিরূপ ঝঞ্ঝা শেষে নিরাপদে কূলে ভিড়াল —ছবি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তা' আপনার মনকে প্রতি মুহূর্ত্তে ক'রে তুল্‌বে উদ্ব্যস্ত।

সঙ্গীত

(১)

বাজিল কাহার বীণ
মধুর স্বরে—
আমার নিভৃত নব জীবন পরে।
প্রভাত কমল সম
ফুটিল হৃদয় মম
কার দুটী নিরুপম
নয়ন তরে।

লাগে বুকে—সুখে দুখে
কত যে ব্যথা
কেমনে বুঝায়ে কব
না জানি কথা।

আমার বাসনা আজি
ত্রিভুবনে ওঠে বাজি
কাঁপে নদী বনরাজি
চেতন ভরে॥

আশা—ইন্দিরা রায়

(২)

ওলো সই, ওলো সই
আমার ইচ্ছে করে তোদের মত মনের কথা কই।
ছড়িয়ে দিয়ে পা দুখানি
কোণে বসে কাণাকাণি
কভু হেসে—কভু কেঁদে
চেয়ে বসে রই।

ওলো সই, ওলো সই
তোদের এত কি বলিবার আছে ভেবে অবাক হই।

আমি একা বসে সন্ধ্যা কালে
আপনি ভাসি নয়ন-জলে
কারণ কেহ শুধাইলে
নীরব হয়ে রই।

বিনোদিনী—সুপ্রভা মুখার্জ্জি

(৩)

চিনিলে না, আমারে কি।
দীপহারা কোণে—আমি ছিনু অন্যমনে
ফিরে গেলে কারেও না দেখি।

দ্বারে এসে গেলে চলে
পরশনে দ্বার যেত খুলে
মোর ভাগ্যতরী
এটুকু বাধায় গেল ঠেকি।

বিনোদিনী—সুপ্রভা মুখার্জ্জি

(৪)

বৈরাগীর গান

আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয়
মনে আমার মনে।
সে আছে বলে
আমার, আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে
প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে আমার বনে।

সে আছে বলে, চোখের তারার আলোয়
এত রূপের খেলা—রঙের মেলা
অসীম সাদায় কালোয়
সে মোর সঙ্গে থাকে বলে
আমার অঙ্গে, অঙ্গে হরষ জাগায়
দখিন সমীরণে।

(৫)

আমার যেদিন ভেসে গেছে
চোখের জলে।
তারি ছায়া পড়েছে শ্রাবণ গগন তলে।
সেদিন যে রাগিণী গেছে থেমে
অতল বিরহে নেমে।
আজি পুবের হাওয়ার—হাওয়ায়
হায়, হায়, হায় রে—
কাঁপন ভেসে চলে।

আশা—ইন্দিরা রায়

(৬)

নেপথ্যে সঙ্গীত

তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চ'লে
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেম-জালে।
যদি থাকি কাছাকাছি
দেখিতে না পাও, ছায়ার মতন আছি না আছি
তবু মনে রেখো—
যদি পড়িয়া মনে
ছল ছল জল নাই দেখা দেয় নয়ন কোণে
তবু মনে রেখো ॥

(৭)

আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে
চাও কি ?
হায় বুঝি তার খবর পেলে না।
পারিজাতের মধুর গন্ধ
হায় বুঝি তার নাগাল মেলে না।
প্রেমের বাদল নামল
তুমি জানো না হায় তাও কি ?
আজ মেঘের ডাকে তোমার মনের
ময়ূরকে নাচাও কি ?

বিনোদিনী—সুপ্রভা মুখার্জ্জি

(৮)

ও আমার মন যখন জাগালি নারে
তোর মনের মানুষ এল দ্বারে।
তার চলে যাবার শব্দ শুনে
ভাঙ্গলরে ঘুম—
ও তোর ভাঙ্গলরে ঘুম অন্ধকারে।

ওরে তুই যাহারে দিলি ফাঁকি
খুঁজে তারে পায় কি আঁখি ?
এখন পথে ফিরে যাবি কিরে
ঘরের বাহির করলি যারে ?

এসোসিয়েটেড্ প্রোডিউসার্সের পক্ষ হইতে
বিশ্বাবসু রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।
বি, নান হইতে প্রকাশিত এবং সর্ব্বসত্ব
সংরক্ষিত। কালিকা প্রেস লিমিটেড্
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

1938